

# বৃহস্পতিতে আগমন সারহাযা

19-February 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার  
সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

# রমযানের আগমন মারহাবা

সাণ্ঠাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার সূন্নাতে ভরা বয়ান

১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং এর সাণ্ঠাহিক ইজতিমার বয়ান

[www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net)

## Contents

দরুদ শরীফের ফযীলত.....	৪
বয়ান শোনার নিয়ত .....	৫
রমযানের আগমন এবং আল্লাহর মাহবুবের খুতবা .....	৬
রমযানের আগমানে আয়োজনের ধরন .....	৮
ইফতার করানোর ফযীলত .....	১১
পাঁচটি বিশেষ দয়া .....	১১
রোযায় সময় “পাস” করা.....	১৩
উত্তম ইবাদত কোনটি?.....	১৩
রমযান এবং কুরআনের তিলাওয়াত.....	১৩
সা’আদ বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রুটিন.....	১৪
কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত.....	১৫
তোমাকে দিয়েই রোযা খুলবো!.....	১৭
চোখের গুনাহ.....	১৮
কানের গুনাহ.....	১৮
জিহ্বার গুনাহ.....	১৯
হাতের গুনাহ.....	১৯
পায়ের গুনাহ.....	২০
সম্মিলিত ইতিকাহের দাওয়াত প্রসার করুন!.....	২০
নেক আমল নাম্বার ৩৪.....	২২
রোযার নিয়তের মাদানী ফুল.....	২৩
ঘোষণা:.....	২৪

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া .....	২৫
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:.....	২৫
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:.....	২৫
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:.....	২৬
(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: .....	২৬
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: .....	২৬
(৬) দরুদে শাফায়াত:.....	২৭
(১) এক হাজার দিনের নেকী.....	২৭
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: .....	২৭
রোযার নিয়তের অবশিষ্ট মাদানী ফুল.....	২৮
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দোয়া.....	২৯
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি .....	৩০
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:.....	৩১
কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী .....	৩৩
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল .....	৩৩
মাসিক ৪টি নেক আমল.....	৩৪
বার্ষিক ৩টি নেক আমল .....	৩৪
আমীরে আহলে সুন্নাত <small>رَضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ</small> এর দোয়া .....	৩৪

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط  
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أَلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أَلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ  
 نَوَيْتُ سُنَّتَكَ الْإِعْتِكَافَ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাহের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِينَ مِنْهَا لِأَخْرَجَتْهُ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিদিন আমার প্রতি একশত (১০০) বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার একশটি (১০০ টি) চাহিদা পূরণ করবেন, এর মধ্যে সত্তর (৭০) টি আখিরাতের এবং ত্রিশ (৩০) টি দুনিয়ার হবে।”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫৫, ১ম অংশ, হাদীস: ২২২৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْيَتِيَّةُ الصَّادِقَةُ

অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শোনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ❦ ইলমে দীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রমযান! ইসলামী মাসের মধ্যে রমযানুল মুবারকের যে গুরুত্ব ও ফযীলত অর্জিত, তা কোন বিচক্ষণের নিকট গোপন নয়, এটাই সেই মহান মাস, আশিকানে রমযান যার জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকে। এই মুবারক মাস আসতেই মুসলমানের মাঝে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, মুসলমানদের মাঝে ইবাদতের আগ্রহ পূর্বের চেয়েও বৃদ্ধি পায় এবং

গুনাহের জোড় কমে যায়, মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সেহেরী ও ইফতারীর সৌন্দর্য দেখে মন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়, সৌভাগ্যবান মুসলমানরা আল্লাহ পাকের বাণী কুরআনে করীম শ্রবণ করা এবং সুন্নাত আদায়ের নিয়তে তারা বি আদায়ে মগ্ন হয়ে যায়, অধিকহারে যিকির ও দরুদ পাঠ করা হয়, আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়, গরীব ও মিসকীনদের আর্থিক সহায়তা (Help) করা হয় এবং এছাড়াও অনেক নেক কাজ সম্পাদন করা হয়।

اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِرَبِّكَ اَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ رَمَضَانَ مِثْلَ رَمَضَانَ الَّذِى كُنْتُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ اَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ رَمَضَانَ مِثْلَ رَمَضَانَ الَّذِى كُنْتُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ

এটি ঐ বরকতময় মাস, যার ফযীলত ও বরকত প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর মুবারক মুখে বর্ণনা করেছেন।

## রমযানের আগমন এবং আল্লাহর মাহবুবের খুতবা

হযরত সালমান ফারেসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শা'বান মাসের শেষদিনে আমাদের খুতবা প্রদান পূর্বক ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! তোমাদের মাঝে মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় মাস আগমন করছে, সেই মাস যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার (১০০০) মাস অপেক্ষা উত্তম, আল্লাহ পাক সেই মুবারক মাসের রোযাকে ফরয করেছেন। এর রাতে কিয়াম (তথা তারা বি আদায় করা) সুন্নাত, যে ব্যক্তি এতে নেকীর কাজ করে তবে তা এমন যেমন অন্য মাসে ফরয আদায় করলো এবং যে এতে ফরয আদায় করলো তবে তা এমন যেমন অন্যদিনে ৭০ ফরয আদায় করলো। এটি ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের সাওয়াব হলো জান্নাত, এটি বিপদে সহায়তাকারী এবং কল্যাণময় মাস। এই মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যে এতে রোযাদারকে ইফতার করায় তবে তা তার গুনাহের ক্ষমা স্বরূপ,

তাকে আগুন থেকে মুক্তি দান করা হবে এবং সেই ইফতার করানো ব্যক্তিরও একই সাওয়াব অর্জিত হবে, যেমনটি রোযাদারের অর্জিত হবে, তবে তার সাওয়াবে কোন কমতি হবে না। আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! আমাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি সেই বস্তু পায় না, যা দ্বারা রোযার ইফতার করাবে। তখন প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তো এই সাওয়াব ঐ ব্যক্তিকে দান করবেন, যে একটি খেজুর বা এক চুমুক পানি অথবা এক চুমুক দুধ দ্বারা রোযার ইফতার করায়। এটা হলো ঐ মাস, যা প্রথমে (অর্থাৎ প্রথম ১০দিন) রহমত, মধ্যখানে (অর্থাৎ মাঝখানের ১০দিন) মাগফিরাত এবং শেষে (অর্থাৎ শেষ ১০দিন) দোযখ থেকে মুক্তি রয়েছে। যে তার গোলাম (অর্থাৎ অধিনস্থ) থেকে এই মাসে কাজ কমিয়ে নেয়, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দিবেন। যে রোযাদারকে পেট ভরে খাওয়ালো, আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তিকে আমার হাউজ থেকে এমন একটি চুমুক পান করাবেন যে, (যা পান করার পর) সে কখনো পিপাসার্ত হবে না, এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে।

(ইবনে খুযাইমা, কিতাবুস সিয়াম, ৩/১৯১, হাদীস: ১৮৮৭)

**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর আল্লাহ পাকের এই পবিত্র মাস অর্থাৎ রমযানুল মুবারকের প্রতি এমন ভালবাসা ছিলো যে, এই পবিত্র মাস আগমনের নিদর্শন প্রকাশ হতেই আমাদের প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** নিজেও এই বরকতময় মাসের খুবই শান ও শওকত সহকারে স্বাগত জানাতেন এবং আপন সাহাবায়ে কিরামের **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** সামনেও এই মুবারক মাসের শান ও মহত্ব, ফযীলত ও বরকত এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় গুণাবলী বর্ণনা করে এর গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে

ধরতেন আর তাঁদেরও বিভিন্ন নেক কাজ করার মানসিকতা দান করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিত যে, আমরাও মুসলমানদেরকে এই মুবারক মাসের মুবারকবাদ জানাবো। নিজেও এই মুবারক মাসে ইবাদত করবো এবং অপরকেও এই মাসের গুরুত্ব, এর ফযীলত এবং এর বরকত সম্পর্কে অবহিত করে তাদেরও নেকী জমা করার মানসিকতা প্রদান করতে থাকবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রমযানুল মুবারকের সত্যিকার বরকত নসীব করো।

أَمِينَ بِجَاوِخَاتِهِمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### রমযানের আগমনে আয়োজনের ধরন

রমযানুল মুবারকের আগমন সন্নিহিত এবং ইতিহাস লেখক প্রসিদ্ধ বুয়ুর্গ হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তার এক আলাভী (আলাভী বলা হয়, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর ঐ সকল সন্তান, যারা হযরত সায্যিদা ফাতিমা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا এর মুবারক গর্ভজাত নয়) বন্ধুর নিকট চিঠি (Letter) পাঠালেন: “রমযান শরীফের মাস আসছে এবং আমার নিকট খরচের জন্য কিছুই নেই, আমাকে ‘করযে হাসান’ হিসেবে এক হাজার (১০০০) দিরহাম পাঠাও।” অতএব ঐ আলাভী এক হাজার (১০০০) দিরহামের খলে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর এক বন্ধুর চিরকুট (Letter) হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নিকট এসে পৌঁছলো, তাতে লিখা ছিলো: “রমযান শরীফের মাসে খরচের জন্য আমার এক হাজার (১০০০) দিরহামের প্রয়োজন।” হযরত ওয়াকেদী

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ঐ থলে সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন ঐ আলাভী বন্ধু যাঁর নিকট থেকে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ঋণ (Loan) নিয়েছিলেন এবং ঐ দ্বিতীয় বন্ধু যিনি হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, উভয়ে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ঘরে আসলেন। আলাভী বললেন: রমযানুল মুবারকের মাস আসছে আর আমার নিকট এই এক হাজার (১০০০) দিরহাম ব্যতীত আর কিছু ছিলো না। কিন্তু যখন আপনার চিঠি এলো, তখন আমি এক হাজার (১০০০) দিরহাম আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলাম এবং আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমার এ বন্ধুর নিকট চিরকুট (Letter) লিখলাম যে, আমাকে এক হাজার দিরহাম ঋণ হিসেবে যেন পাঠিয়ে দেয়। তিনি ঐ থলে, যা আমি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, তা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, আপনি আমার নিকট ঋণ চেয়েছেন, আমি আমার এ বন্ধুর নিকট ঋণ চাইলাম এবং তিনি আপনার নিকট চেয়েছেন। আর যে থলেটা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছিলাম, তা আপনি তার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন আর তিনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ঐ তিনজন একমত হয়ে এই এক হাজার (১০০০) দিরহামকে তিনভাগ করে পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নিলেন। ঐ রাতেই হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার লাভ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: আগামী কাল তুমি অনেক কিছু পাবে। সুতরাং পরদিন আমীর ইয়াহইয়া বরমকী হযরত সায়িদ্তুনা ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে ডেকে বললো: “আমি গতরাতে স্বপ্নে আপনাকে চিন্তিত দেখলাম, কারণ কি?” হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন ইয়াহইয়া বরমকী বললো: “আমি একথা বলতে পারবো না যে, আপনাদের মধ্যে কে বেশি

দানশীল, নিঃসন্দেহে আপনারা তিনজনই দানশীল এবং সম্মানের উপযুক্ত। অতঃপর সে ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) দিরহাম হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে এবং বিশ হাজার (২০,০০০) দিরহাম করে অবশিষ্ট দুজনকে প্রদান করলেন আর হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে ক্বাযী (বিচারপতি) হিসেবেও নিয়োগ করলেন। (হুজ্বাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃষ্ঠা:৫৭৭)

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ!

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! মুসলমান দানশীল, নিজের পছন্দকে অপরের উপর প্রাধান্য দানকারী এবং দুঃখ কষ্টে পতিত অন্যান্য মুসলমানের কাজে আসে। কিন্তু আফসোস! এখন আমাদের অন্তর মুসলমানের কল্যাণের চেতনা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, আমরা নিজেরাতো ভাল খাই, উপার্জন করি, ভাল পরিধান করি এবং বিলাস বহুল জীবন অতিবাহিত করি, রমযান মাসে সাহরী ও ইফতারীতেও বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামতের স্বাদ নিই, কিন্তু হয়! গরীব ও অভাবী আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা এখন আমরা ভুলে যাওয়া জিনিসের মতো ভুলে গেছি। যাই হোক, আমাদের উচিত যে, আমরা এই মহান মনিষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রমযান ও রমযান ছাড়াও আমলীভাবে মুসলমানদের কল্যাণকামী হয়ে যাওয়া।

মনে রাখবেন! মুসলমানকে ইফতার করানো এবং তাদের পানি পান করানোও কল্যাণ কামনার একটি উপায়। بِاللَّهِ রমযান মাসে ইফতার করানো এবং পানি পান করানোর অনেক ফযীলত রয়েছে।

## ইফতার করানোর ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি হালাল খাবার বা পানি দ্বারা (কোন মুসলমানকে) রোযার ইফতার করালো, ফিরিশতারা রমযান মাসের সময়ে এবং জিব্রাঈল আমিন (عَلَيْهِ السَّلَام) শবে কদরে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করে থাকে। (মুজাম্মল কবীর, ৬/২৬২, হাদীস: ৬১৬২)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে আল্লাহ পাক তাকে আমার হাউস থেকে পান করাবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না। (ইবনে খুযাইমা, কিতাবুস সিয়াম, ৩/১৯১, হাদীস: ১৮৮৭)

হে আশিকানে রাসূল! এমনিতে তো আল্লাহ পাক আমাদের উপর অসংখ্য দয়া রয়েছে, বছরের ১২টি মাসই তাঁর দান ও দাফিন্যের দরজা আমরা গুনাহগারদের জন্য দিন রাত খোলা থাকে কিন্তু রমযানুল মুবারক আল্লাহ পাকের সেই মহান নেয়ামত, যার জন্য আমরা তাঁর যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেনো তা কমই, এই মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাগফিরাতে সমন বন্টন করা হতে থাকে, এটিই সেই মহত্বপূর্ণ ও মহান মাস, যাতে আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে পাঁচটি বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন।

## পাঁচটি বিশেষ দয়া

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি: (১) যখন রমযানুল মুবারকের প্রথম রাত আসে,

তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যার প্রতি আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি দান করেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না। (২) সন্ধ্যার সময় তাদের মুখের গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে সৃষ্টি হয়) আল্লাহ পাকের নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি উত্তম। (৩) ফিরিশতারা প্রত্যেক রাত ও দিনে তার জন্য মার্গফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (৪) আল্লাহ পাক জান্নাতকে নির্দেশ দেন যে, আমার (নেক) বান্দাদের জন্য সু-সজ্জিত হয়ে যাও! শীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্ট হতে আমার ঘর ও অনুগ্রহে প্রশান্তি লাভ করবে। (৫) যখন রমযান মাসের সর্বশেষ রাত আসে তখন আল্লাহ পাক সবাইকে ক্ষমা করে দেন। উপস্থিতিদের মাঝে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলো: **إِنَّا رَأَيْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَبِيهِ وَسَلَّمَ**! এটা কি “লাইলাতুল কদর?” ইরশাদ করলেন: “না”। তোমরা কি দেখনি যে, শ্রমিকরা যখন নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়? (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৬, হাদীস: ৭)

হে আশিকানে রমযান! আপনারা শুনলেন যে, রমযানুল মুবারকের শান ও মহত্ব কিরূপ উচ্চ ও উচ্চতর! এই পবিত্র মাসে আল্লাহ পাকের রহমত এই বান্দাদের উপর দয়া করে, হওয়া তো উচিত ছিলো যে, মুসলমান রজব শরীফের মুবারক মাস থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু করে দেয়া এবং ইবাদত ও তিলাওয়াত করে আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার উপলক্ষ্য করা, কিন্তু হয়! মুসলমানদের অধিকাংশই অন্যান্য মাসের ন্যায় এই মাসটিও উদাসীনতায় অতিবাহিত করে দেয়।

## রোযায় সময় “পাস” করা

অনুরূপভাবে কিছু লোক যদিওবা রোযা তো রেখে নেয়, কিন্তু সেই বেচারাদের সময় “পাস” হয়না। সুতরাং তারাও রমযান শরীফের সম্মানকে একদিকে রেখে হারাম ও নাজায়িয় কাজের সহায়তায় সময় “পাস” করে থাকে।

## উত্তম ইবাদত কোনটি?

হে আশিকানে রমযান! রমযানুল মুবারকের পবিত্র মুহূর্তগুলো অহেতুক নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান! জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, একে গণিমত মনে করুন, মোবাইল ও স্যোশাল মিডিয়ার (Social Media) ভুল ব্যবহার (Missuse), বিভিন্ন খেলাধুলা এবং গান শনার মাধ্যমে সময় “পাস” (বরং নষ্ট) করার পরিবর্তে কুরআনের তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরুদে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। ক্ষুধা ও পিপাসার প্রচণ্ডতা যত বেশি অনুভূত হবে, ধৈর্যধারণ করাতে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** সাওয়াবও তত বেশি অর্জিত হবে। যেমনটি বর্ণিত আছে: **أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْمَرُهَا** অর্থাৎ উত্তম ইবাদত হলো তাই, যাতে কষ্ট বেশি।

(ভাফসীরে কবীর, ২৯তম পারা, মুযাম্মিল, ১০নং আয়াতের পাদটীকা, ৬/৬৮৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## রমযান এবং কুরআনের তিলাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারক মাসে সাধারণত অধিকাংশ আশিকানে রমযান খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অধিকহারে তিলাওয়াত করতে দেখা যায়, কিন্তু হায়! অনেক বদ নসীব লোক এই

পবিত্র মাসেও এই মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়, আমাদের এই ব্যাপারে আমার বুয়ুর্গদের অনুসরণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন **رَحْمَةُ اللّٰهِ الْبَرِيَّةِ** এই পবিত্র মাসে একবার নয় বরং দিনে কয়েকবারও কুরআন খতম করার সৌভাগ্য অর্জন করতেন।

### সা'আদ বিন ইব্রাহিম **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** এর রুটিন

হযরত সাযিয়্যুনা সাআদ বিন ইব্রাহিম **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** রমযানুল মুবারকের একুশতম (২১), তেইশতম (২৩), পঁচিশতম (২৫), সাতাইশতম (২৭) এবং উনত্রিশতম (২৯) দিনে ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনে করীম খতম করে না নিতেন, মাগরীব ও ইশার মধ্যখানে আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে থাকতেন এবং প্রায়ই ইফতারের সময় আমাকে মিসকীনদের ডাকার জন্য পাঠাতেন, যাতে তারাও তাঁর সাথে খায়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, সা'আদ বিন ইব্রাহিম যুহরী, ৩/১৯৯, নম্বর: ৩৬৯৫)

**سُبْحَانَ اللّٰهِ!** কুরআনে করীমের প্রতি ভালবাসা, তিলাওয়াতের আগ্রহ এবং রমযানের গুরুত্ব প্রদান করা তো এই ব্যক্তিত্বদের থেকে শিখুন, যারা ক্ষমার মাসে অধিকহারে কুরআনের তিলাওয়াত করতেন, আমাদেরও উচিত যে, রমযান মাসে অধিকহারে কুরআনের তিলাওয়াতের নিয়ত করে নেয়া এবং আল্লাহ পাকের এই মেহমানের যথাযত সম্মান করে আনন্দচিন্তে একে স্বাগত জানানো। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে কুরআনের তিলাওয়াতের কিছু ফযীলত শুনি।

## কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

★ তিলাওয়াতকারীর প্রশংসা কুরআনেই করীমে বর্ণিত হয়েছে। (১ম পারা, বাকারা, আয়াত ১২১) ★ কুরআনে পাককে ভালবাসা (অর্থাৎ এর তিলাওয়াত এবং এর উপর আমল করা) আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর ভালবাসার মাধ্যম। (মু'জামুল কবীর, ৯/১৩২, হাদীস: ৮৬৫৭)

★ কুরআনে পাকের একটি হরফ পাঠ করাতে ১০টি নেকীর সাওয়াব অর্জিত হয়। ★ যে ঘরে কুরআন পাঠ করা হয়, তা তার অধিবাসীদের জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়। ★ এর কল্যাণ অত্যধিক হয়ে থাকে। ★ এতে ফিরিশতা উপস্থিত হয় এবং সেই ঘর থেকে শয়তানরা বের হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৮২৬) ★ কুরআনে করীম কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর সুপারিশ করার জন্য আসবে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা:৪০৩, হাদীস: ৮০৪) ★ কুরআনের তিলাওয়াতকারীর উপর আল্লাহ পাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের সাওয়াব থেকে উত্তম (সাওয়াব) দান করবেন। (কানযুল উম্মাল, ১/২৭৩, হাদীস: ২৪৩৭)

★ কুরআনের অনুসারীরা (অর্থাৎ এর তিলাওয়াতকারী এবং এর বিধান অনুযায়ী আমলকারী) আল্লাহ ওয়ালা এবং তাঁর বিশেষ লোক। (ইবনে মাজাহ, ১/১৪০, হাদীস: ২১৫। ইত্তিহাফুস সা'দাত, ৫/১৩) ★ কুরআনের তিলাওয়াত এই উম্মতের উত্তম ইবাদত। (শুয়াবুল ইমান, ২/৩৫৪, হাদীস: ২০২২) ★ যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআনের তিলাওয়াত করে, তার জন্য প্রতিটি হরফের বিনিময়ে একশতটি নেকী রয়েছে। ★ যে ব্যক্তি বসে তিলাওয়াত করে তার জন্য প্রতিটি হরফের বিনিময়ে পঞ্চাশটি নেকী রয়েছে। ★ যে ব্যক্তি নামায ব্যতীত ওয়ু অবস্থায় তিলাওয়াত করবে, তার জন্য পঁচিশটি নেকী রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৬) ★ কুরআন তিলাওয়াত অন্তরের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম।

(শুয়াবুল ইমান, ২/৩৫২, হাদীস ২০১৪)

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ দান করুক।  
 أَمِينِ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রমযান! রোযা অবস্থায় আমাদের যে বিষয়টি অনেক বেশি আবশ্যিক তা হলো যে, আমরা পানাহার থেকে “বিরত থাকা”র পাশাপাশি নিজের শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও (Body Parts) রোযার অনুসারী বানানো এবং নিজেকে সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বাঁচান। কেননা আমরা রমযানুল মুবারক মাসে তো রোযা রেখে দিনে পানাহার করা ছেড়ে দিই অথচ এই পানাহার এর পূর্ব দিনও একেবারেই জায়য ছিলো। অতঃপর নিজেই চিন্তা করুন, যে বিষয় রমযান শরীফের পূর্বে হালাল ছিলো তাও যখন এই মুবারক মাসের পবিত্র দিনগুলোতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, তবে যে বিষয়গুলো রমযানুল মুবারকের পূর্বেও হারাম ছিলো, যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলী, কু-ধারণা, গালি-গালাজ, সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা, দাঁড়ি মুন্ডন করা বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মানুষের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি সেই রমযানুল মুবারকে কেন আরো বেশি হারাম হয়ে যাবে না? এবার চিন্তা করুন! যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল খাবার ও পানীয় তো ছেড়ে দেয় কিন্তু হারাম এবং দোষখে নিয়ে যাওয়ার কাজ অব্যাহত রাখে, তা কোন ধরনের রোযা?

মনে রাখবেন! নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মন্দ কথা বলা ও এর উপর আমল করা ছাড়ে না, তবে তার ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকা আল্লাহ পাকের নিকট কোন প্রয়োজন নেই।

(বুখারী, কিতাবুস সওম, ১/৬২৮, হাদীস: ১৯০৩)

## তোমাকে দিয়েই রোযা খুলবো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! অনেক মুসলমানের অবস্থা এমনভাবে খারাপ হয়ে গেছে যে, রমযানুল মুবারকের মাসেও তারা অপরকে কষ্ট দেয়া, নির্যাতন করা এবং ঝগড়া বিবাদ করার যেন বাহানা খুঁজে। যদি কেউ কাউকে কষ্ট দেয় বা যেকোন ধরনের কষ্ট দেয় তবে যাকে কষ্ট দেয়া হলো সে কষ্ট প্রদানকারীকে আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষমা করার পরিবর্তে তার সাথে ঝগড়া (Fight) করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। বরং অনেক সময় তো ঝগড়াও শুরু করে দেয় এবং গর্জন করে এভাবে বলে: “চুপ হয়ে যাও! অন্যথায় মনে রেখো! আমি রোযা আছি আর রোযা তোমাকে দিয়েই খুলবো।” অর্থাৎ খেয়ে ফেলবো। (مَعَادَةُ اللَّهِ)

মনে রাখবেন! এরূপ কোন কথা মুখ দিয়ে কখনোই বের করা উচিত নয়, যা কোন মুসলমানের কষ্টের কারণ হয় বরং বিনয় প্রকাশ করা উচিত। এই সকল আপদ থেকে আমরা শুধুমাত্র তখনই বাঁচতে পারবো, যখন নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রোযা পালন করার চেষ্টা করবে। যেমনটি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী ﷺ ইরশাদ করেন: শুধুমাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয় বরং রোযা তো হলো অনুপকারী ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা। যদি কোন

ব্যক্তি তোমায় গালি দেয় বা তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে তবে বলে দাও “আমি রোযাদার”। (মুত্তাদরিক, কিতাবুল সওম, ২/৬৭, হাদীস: ১৬১১)

আসুন! এবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গুনাহের কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন।

## চোখের গুনাহ

চোখের গুনাহ হলো যে, এর দ্বারা আল্লাহ পাকের হারামকৃত বিষয় দেখা, সুতরাং সকল মুসলমানের উচিত যে, তারা যেন নিজের চোখে হারাম দেখার পরিবর্তে চোখের রোযা রাখে, অনুরূপভাবে চোখ যখনই উঠবে শুধুমাত্র জায়য কাজের দিকেই যেন উঠে। চোখ দিয়ে মসজিদ দেখুন, কুরআনে করীম দেখুন, পিতা মাতাকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখুন, আউলিয়াদের মাযার যিয়ারত করুন, ওলামায়ে কিরাম এবং নেককার বান্দাদের দীদার করুন, কাবা শরীফের নূর দেখুন, মক্কা শরীফের সুবাশিত গলি সমূহ (Streets) দেখুন, সবুজ গম্বুজের নূরানী জ্বলওয়া দেখুন, আরব ভূমির মনোরম দৃশ্য দেখুন।

## কানের গুনাহ

কানের গুনাহ হলো যে, এর দ্বারা ঐ সমস্ত কথাবার্তা শুনা, যা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন, সুতরাং কখনোই কান দ্বারা গান বাজনা শুনবেন না, মিথ্যা কৌতুক শুনবেন না, কারো গীবত ও চুগলী এবং কারো দোষ-ত্রুটি শুনবেন না, যখন দুইজন লোক লুকিয়ে কথা বলে তখন আড়ি পেতে শুনবেন না। কানের রোযা রাখুন! আর তা এভাবে যে, শুধুমাত্র জায়য কথাবার্তা শুনুন, যেমন; কান দ্বারা তিলাওয়াত, হামদ ও নাত এবং

বুযুর্গদের মানকাবাত, সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারা এবং ভাল ভাল কথা শুনুন, আযান ও ইকামত শুনুন আর শুনে উত্তরও প্রদান করুন।

## জিহ্বার গুনাহ

জিহ্বার গুনাহ হলো যে, তা দ্বারা এমন কথা বলা, যা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তাই গালা-গালি, মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি দ্বারা জিহ্বাকে নাপাক হওয়া থেকে বিরত রাখুন। হয়! যদি জিহ্বা শুধুমাত্র নেক ও জায়য বিষয়েই নড়াচড়া করে, যেমন; জিহ্বা দ্বারা কুরআনের তিলাওয়াত করুন, যিকির ও দরুদ পড়ুন, হামদ ও নাত শরীফ পাঠ করুন, মাদানী দরস দিন, সুন্নাতে ভরা বয়ান করুন এবং নেকীর দাওয়াত দিন ইত্যাদি।

## হাতের গুনাহ

হাতকে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় ব্যবহার করাই হলো হাতের গুনাহ, সুতরাং আমাদের এটাই চেষ্টা হবে যে, কারো প্রতি যেন জোড় জবরদস্তির উদ্দেশ্যে হাত না উঠে, ঘুষ দেয়া নেয়ার জন্য না উঠে, কারো সম্পদ চুরি না করা, তাস না খেলা, ঘুড়ি না উড়ানো, কোন নামুহরিম মহিলার সাথে করমর্দন (হ্যাডশেক) না করা। যখনই হাত উঠবে তা যেন শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠে, যেমন; ওযু সহকারে কুরআনে করীমে হাত লাগান, নেককার লোকদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করুন ইত্যাদি।

## পায়ের গুনাহ

পায়ের গুনাহ হলো যে, তা দ্বারা এমন জায়গায় যাওয়া, যা থেকে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা যেন কখনোই সিনেমা হলের দিকে না যাই, খারাপ বন্ধুদের আড্ডায় না যাওয়া, দাবা, তাস, লুডু, ক্রিকেট, ফুটবল, ভিডিও গেমস, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলা বা দেখার জন্য না যাওয়া, হয়! যদি পা যখনই উঠে তবে যেন তা শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠে, পা চললে তো চলুক মসজিদের দিকে, আউলিয়ায়ে কিরামের মাজার, ওলামা ও নেক লোকদের যিয়ারত, নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য যাক, সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দিকে যাক, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর (Travel) এর জন্য যাক।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে রমযান এবং রমযান ছাড়াও নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর এবং এর মাধ্যমে নেক ও জায়য কাজ করার তৌফিক দান করুক।

أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## সম্মিলিত ইতিকারের দাওয়াত প্রসার করুন!

হে আশিকানে রমযান! রমযানুল মুবারক নেকীতে অতিবাহিত করা এবং একে “সু-স্বাগতম” বলার পদ্ধতি এটাও যে, আমরা যেন এই রমযানুল মুবারকে বিশেষ করে মাদানী কাফেলায় সফরের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নেকীর দাওয়াত দিই, অধিকহারে ইনফিরাদী কৌশল করি, হয়! যদি আমার ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে “রমযানকে স্বাগত” জানিয়ে এমন বরকত প্রকাশ করি যে, চারিদিকে যেন



কাজ কোর্স, আমল সংশোধন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স, ইমামত কোর্স, মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স ইত্যাদি) করারও সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### নেক আমল নাম্বার ৩৪

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের সত্যিকার বরকত লাভ এবং কুরআনের ফয়েয দ্বারা ধন্য হওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত (Associated) হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করা। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর প্রদানকৃত ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ৩৪ নাম্বার নেক আমল হলো: আপনি কি আজ আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল নামায পড়েছেন? অতি শীঘ্রই রমযানুল মুবারকের মাস আগমন করতে যাচ্ছে আর রমযানুল মুবারকের মাসই তো ইবাদতের মাস, এই মাসে নফলের সাওয়াব বৃদ্ধি করে ফরযের সমান করে দেয়া হয়, তো আমাদের উচিৎ যে, ফরযের পাশপাশি অধিকহারে নফল নামাযও পড়া। তবে যদি আমরা এই নেক আমল নাম্বার ৩৪ এর উপর আমল করি তবে আল্লাহ পাকের রহমতে আশা করা যায় যে, আমরা রমযানের সত্যিকার বরকত লাভে সফল হয়ে যাবো। إِنَّ شَاءَ اللهُ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## রোযার নিয়তের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর কিতাব "ফয়যানে রমযান" থেকে রোযার নিয়ত সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

★ রমযানের ফরয রোযা, নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা এবং নফল রোযার জন্য নিয়তের সময় হলো সূর্যাস্তের পর থেকে দাহওয়াতুল কুবরা অর্থাৎ শরয়ী দুপুরের আগ পর্যন্ত। এই পুরো সময়ের মধ্যে আপনি যখনই নিয়ত করবেন, এই রোযাগুলো হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুখতার, ৩/৩৩২) ★ নিয়ত হলো অন্তরের সংকল্পের নাম, মুখে বলা শর্ত নয়, তবে মুখে বলে নেওয়া মুস্তাহাব। ★ যদি রাতে রমযানের রোযার নিয়ত করেন তবে এভাবে বলুন: **نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ عِدًّا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرِيضِ رَمَضَانَ** অনুবাদ: আমি নিয়ত করলাম যে, আল্লাহ পাকের জন্য এই রমযানের ফরয রোযা আগামীকাল রাখব। ★ যদি দিনে নিয়ত করেন তবে এভাবে বলুন: **نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ** **هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرِيضِ رَمَضَانَ** অনুবাদ: আমি নিয়ত করলাম যে, আল্লাহ পাকের জন্য এই রমযানের ফরয রোযা রাখব। (রদ্দুল মুখতার, ৩/৩৩২)

★ আরবিতে নিয়তের শব্দাবলী উচ্চারণ করা তখনই নিয়ত হিসেবে গণ্য হবে যখন এর অর্থও জানা থাকবে। আর এটাও মনে রাখবেন যে, মুখে নিয়ত করা যে ভাষাতেই হোক, তখনই কার্যকর হবে, যখন সেই সময় অন্তরেও নিয়ত বিদ্যমান থাকে। (প্রাঞ্জল) ★ নিয়ত নিজের মাতৃভাষায়ও করা যেতে পারে। (রদ্দুল মুখতার, ২/৩৩২) ★ যদি দিনে নিয়ত করেন তবে এটা জরুরী যে, এই নিয়ত করবেন যে, আমি সকাল থেকে রোযাদার। যদি এভাবে নিয়ত করেন যে, এখন থেকে রোযাদার, সকাল থেকে নয়, তবে রোযা

হবে না। (আল জাওহরাতুল নাইয়্যিরাহ, ১/১৭৫) ☆ আপনি যদি এভাবে নিয়ত করেন যে, কাল কোথাও দাওয়াত হলে রোযা রাখব না আর না হলে রোযা রাখব। এই নিয়ত সঠিক নয়। এমতাবস্থায় আপনি রোযাদার হবেন না।

(আলমগিরি, ১/১৯৫)

### ঘোষণা:

রোযার নিয়তের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে। অতএব সেই মাদানী ফুলগুলো শোনার জন্য তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

### (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي  
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, শ্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

### (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

## (৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدْوَامٍ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফশালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয বাওয়াদি, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## সাঞ্জাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং

- (১) সুনাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,  
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

### রোযার নিয়তের অবশিষ্ট মাদানী ফুল

★ রমযান মাসে দিনে রোযার নিয়ত করলেন না বা এটাও বললেন না যে, "রোযা নেই", যদিও জানা আছে যে, এটা রমযানুল মোবারক মাস, তবুও রোযা হবে না। (আলমগিরি, ১/১৯৫) ★ সূর্যাস্তের পর থেকে নিয়ে রাতের যেকোনো সময়ে নিয়ত করলেন, তারপর রাতে খেলেন ও পান করলেন, তবুও নিয়ত ভাঙবে না, সেই প্রথম নিয়তই যথেষ্ট, পুনরায় নিয়ত করা জরুরী নয়। (আল জাওহরাতুন নাইয়্যিরাহ, ১/১৭৫) ★ আপনি যদি রাতে রোযার নিয়ত করেন কিন্তু তারপর রাতারাতিই পাকা সংকল্প করে ফেললেন যে, রোযা রাখব না, তবে আপনার করা সেই নিয়ত বাতিল হয়ে গেল। যদি নতুন নিয়ত না করেন এবং দিনভর রোযাদারদের মতো ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত থাকেন তবুও রোযা হবে না। (দুররে মুখতার মা'আ রাদুল মুখতার, ৩/৩৪৫) ★ রোযার মধ্যে ভাঙার শুধু নিয়ত করে নিলে রোযা ভাঙবে না যতক্ষণ না রোযা ভাঙার কোনো কাজ করেন। (আল জাওহরাতুন নাইয়্যিরাহ, ১/১৭৫) ★ সাহেরী খাওয়াও নিয়তই। তা রমযান মাসের রোযার জন্য হোক বা অন্য কোনো রোযার জন্য। কিন্তু যখন সাহেরী খাওয়ার সময় এই ইচ্ছা থাকে যে, সকালে রোযা রাখব না, তবে এই সাহেরী খাওয়া নিয়ত নয়। (আল জাওহরাতুন নাইয়্যিরাহ, ১/১৭৬) ★ রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রোযার জন্য নতুন নিয়ত জরুরী। পহেলা তারিখে বা অন্য যেকোনো তারিখে যদি পুরো রমযান মাসের রোযার নিয়ত করে নেন, তবে এই নিয়ত শুধু সেই

একদিনের জন্যই হবে, বাকি দিনগুলোর জন্য নয়। (প্রাণ্ডক, পৃষ্ঠা ১৬৭)

★ নামাযের মধ্যেও যদি রোযার নিয়ত করেন তবে এই নিয়ত সঠিক।

(দুররে মুখতার, রদুল মুখতার খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৩৪৫) (ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা ৯৮৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

(বুখারী, ৪/১৯৩, হাদীস: ৬৩১৪)

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যু (ঘুম) এর পর জীবন (জাগ্রত অবস্থা) দান করেছেন এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (মাদানী পাঞ্জেশুরা, পৃষ্ঠা:২০৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। (জামিউস সগীর লিস সুন্নতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়্যত” করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতেের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (←) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (○) চিহ্ন দিন।

**বিঃ দ্রঃ-** নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতেের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করুন।

## দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছে? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছে? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছে? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ কি পাঠ করেছে? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছে বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছে? ৮. ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পাঠ করেছে? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়য কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

## কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী

★ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ★ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার  
★ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

## সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকারফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইত্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

## মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

## বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

## আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

أَمِيرِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ